ইতিহাস অনুসন্ধান

৩৩

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

Itihas Anusandhan - 33

Collection of Essays presented at the 34th Annual Conference of Paschimbanga Itihas Samsad held at Women's Studies Centre, Jadavpur University, Kolkata

PEER-REVIEWED VOLUME

ISBN : 978-81-939476-0-9

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি, ২০১৯

কপিরাইট
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রকাশক
আশীষ কুমার দাস
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
১, উডবার্ন পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০২০

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় মুসলিম আত্মপরিচিতি নির্মাণ :
একটি পর্যালোচনা—**সাজেদ বিশ্বাস** ৩০৩

আধুনিক নগর ও নাগরিক ইতিহাসচর্চার কিছু দিক : একটি ঐতিহাসিক
বিশ্লেষণ—**অজন্তা বিশ্বাস** ৩০৯

বাস্তুহারা : নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে—**প্রণব বর্মণ** ৩১৮

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের উত্থান ও বিদায়
(১৯৫৩-১৯৭১)—**পলাশ মণ্ডল** ৩২৪

স্থানচ্যুতি ও স্থানান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ঘোড়ামারা দ্বীপের রূপান্তর :
একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা—**অরবিন্দ সরদার** ৩৩২

আধুনিক ভারত : আন্দোলন ও সমাবেশ

জঙ্গলমহলে চুয়াড় বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি—**জয়দেব মণ্ডল** ৩৪১

বাঁকুড়া জেলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও আখড়া—**ঋত্বিক বিশ্বাস** ৩৪৮

স্বাধীনতা আন্দোলনে হুগলি জেলার ছাত্রদের ভূমিকা :
বিংশ শতক—**শুভাশিস চক্রবর্তী** ৩৫৪

অবিভক্ত বাংলার শিক্ষক আন্দোলন : গণ-আন্দোলনে রূপান্তর
(১৯২১-১৯৪৭)—**সৌরভ সরকার** ৩৬৩

গণদেবতার নির্মাণ : চম্পারণের গণপরিসর, গুজব ও গান্ধি—**অরুণাংশ মাইতি** ৩৭০

১৯৪২ সালের বাংলার আগস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তি নায়ক—
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার—**কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়** ৩৭৮

বর্ধমান জেলায় অজয়ের বাঁধ নির্মাণ আন্দোলন ও কৃষক সমিতির মাধ্যমে
কৃষক শ্রেণির সংগঠিত আন্দোলন (১৯৪৩-৪৫) —**কাকলী মুখার্জি** ৩৮৪

দেশনেত্রী লীলা রায় (নাগ) : নোয়াখালির দাঙ্গায় ত্রাণ ও পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের
অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তাঁর অবদান (১৯৪৬-১৯৬৪)
—**পারমিতা ভদ্র (সুর রায়)** ৩৯২

প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন-অবরোধ ও আইন-অমান্য (সেপ্টেম্বর ১৯৬৬)
—**স্বাতী মৈত্র** ৩৯৯

আধুনিক ভারত : আঞ্চলিক

কোচবিহারের কোচ রাজাদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্ক
—**বিশ্বনাথ কুণ্ডু** ৪০৯
(ইন্দ্রাণী রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ)

উনিশ শতকের নদীয়া জেলার রাণাঘাটের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক
বিবর্তনে পালচৌধুরী জমিদারদের অবদান —**তুষার দাস** ৪১৬

স্থানচ্যুতি ও স্থানান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ঘোড়ামারা দ্বীপের রূপান্তর : একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা

অরবিন্দ সরদার*

বিশ্ব উষ্ণায়ণের পরোক্ষ প্রভাব হল সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীদের স্থানচ্যুতি ও স্থানান্তর। ভারতীয় সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলবর্তী জনজীবনের উপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম একটানা উপকূলীয় জলাভূমি এবং ম্যানগ্রোভ অঞ্চল, যেখানে উদ্ভিদকুল এবং প্রাণিকুলের মিশ্র বন্ধন গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট সুন্দরবনের ভূ-প্রকৃতি ও বসবাসকারী মানবজাতি আজ গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, জোয়ার ভাটার তীব্র ঘাত অভিঘাতে ভূমিক্ষয় এবং নদীবাঁধের ভাঙন দেখা দিচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব এবং বন্যার প্লাবন— যার সংমিশ্রিত ফলাফল সুন্দরবনের পরিবেশগত উদ্বাস্তু বা শরণার্থী। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও অন্যান্য কারণে গত কয়েক দশকে সুন্দরবনের বেডফোর্ড, লোহাচড়া, দক্ষিণ তালপাত্তি এবং সুপারিডাঙা দ্বীপগুলি বঙ্গোপসাগরের বুকে বিলীন হয়ে গেছে। আরও যে দ্বীপগুলি গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে তার মধ্যে অন্যতম হল ঘোড়ামারা দ্বীপ। ১৭৮০ সালে প্রকাশিত জেমস রেনলের মানচিত্রে দেখানো হয়েছে সাগরদ্বীপ মূলত পাঁচটি দ্বীপের সমষ্টি ছিল। লোহাচড়া ও ঘোড়ামারা দ্বীপ ১৯০৩-০৪ সাল পর্যন্ত সাগরদ্বীপের সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু ১৯০৪-০৫ সাল থেকে আস্তে আস্তে সাগরদ্বীপ থেকে পৃথক হয়ে যায়। লোহাচড়া দ্বীপ ১৯৭১ সালে পুরোপুরি বঙ্গোপসাগরের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ১৯৭৫ সালে ঘোড়ামারা দ্বীপের আয়তন ছিল ৮.৭৫ বর্গ কিমি। ২০১২ সালে তা কমে ৪.৪৩ বর্গ কিমি তে দাঁড়িয়েছে। যেখানে একসময় চল্লিশ হাজার মানুষ বাস করত, সেখানে ২০১১ সালে জনগণনায় মাত্র ৫১৯৩ জন। ঘোড়ামারা দ্বীপের আয়তন এবং জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং এই সকল পরিবেশগত শরণার্থীরা নামখানা ও সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে সরকার (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য) এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় কলোনি স্থাপন করে বসবাস করছে— তাদের জীবন-যাত্রার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আমার মূল আলোচ্য বিষয়। এর পাশাপাশি ঘোড়ামারা দ্বীপের মানুষরা জীবিকার সন্ধানে

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শরৎ সেন্টিনারী কলেজ, ধনিয়াখালী, হুগলি